।গ।ল্প।

ঘুম

খান ফারুক

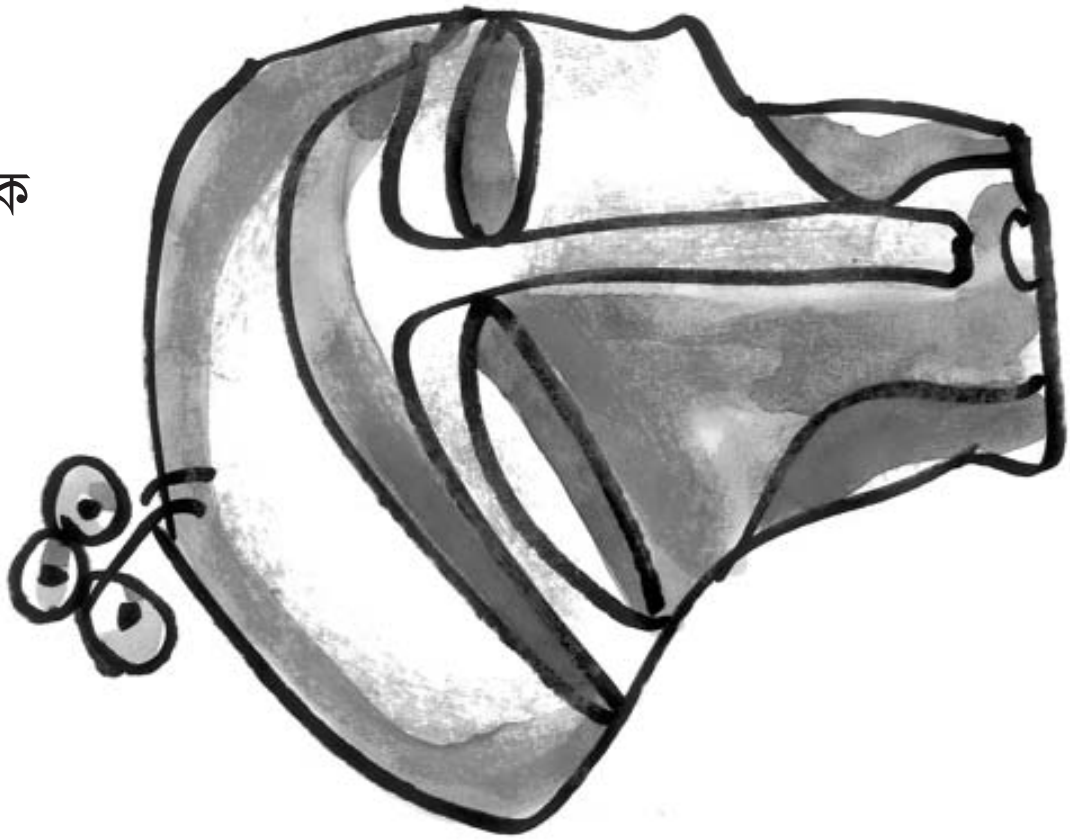

ঘুম নাই চোখে। হারান চন্দ্র মুখার্জীর জীবন হইতে ঘুম উধাও হইয়া গিয়াছে। শহরের ছোট-বড় সবাই এ খবর রাখে। সকলেই জানে হারান মাস্টার ইনসোমনিয়ার ব্যাড কেস।

ছোট শহর কার্ত্তিকপুর। প্রায় সবাই সবাইকে চেনে, জানে। ছোটখাটো খবরও দেখিতে দেখিতে শহরময় ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু এ খবরটা অনেক পুরাতন। তাই কেহ আর হারান মাস্টারের নিদ্রাহীনতাকে কেন্দ্র করিয়া রসালাপ করে না, বিদ্রূপও করে না, দুঃখও পায় না। এই নিদ্রাহীনতা হারান মাস্টারের নিতান্তই ব্যক্তিগত, নিতান্তই আপন হইয়া গিয়াছে।

দশ বছর আগে হারান মাস্টারের স্ত্রী বিয়োগ হইয়াছে। কী এক বাঘা জ্বর আসিল, ১০/১২ দিন ভুগিয়া, শহরের সমস্ত ডাক্তার, কবিরাজ ফেল করাইয়া হারান মাস্টারের স্ত্রী বিনোদিনী ইহধাম ত্যাগ করিল। এমন একটা আকর্ষিক ঘটনা ঘটিবে কেহ ভাবে নাই। হারান মাস্টার চিকিৎসার ত্রুটি করে নাই। ওষুধপত্র, ডাক্তার কবিরাজ কিছুই বাকি রাখে নাই। তাহার সাধ্যমত যতদূর সম্ভব তাহা করিয়াছে, কিন্তু বউটাকে বাঁচাইতে পারে নাই। অতি অল্প বয়সে একটি পুত্র সন্তান রাখিয়া সে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। বন্ধুবান্ধব বলিল, 'হারান, আবার বিয়ে কর। না হলে তোর ছেলেটাকে দেখবে কে?' হারান মাস্টার তাহাতে কর্ণপাত করে নাই। ৫/৬ মাস পর ছেলেটাকে তাহার মামার বাড়ি পাঠাইয়া দিল। নিঃসন্তান মামী নিজের ছেলের মতই দীপুকে আদর করে। দীপুর জন্য হারান মাস্টারের কোনো চিন্তা-ভাবনা হয় না। ছুটি-ছাটায় গিয়া ছেলেটাকে দেখিয়া আসে। জামা, কাপড়, আম, লিচু, যখন যা পারে হাতে করিয়া পুত্রের জন্য লইয়া যায়।

স্ত্রী বিয়োগের পর হইতেই হারান মাস্টার যেন একটু বেখেয়াল হইয়া পড়িয়াছে। ক্লাসে মাঝে মাঝে দুই একটা ভুল করিয়া বসে। যে মানুষটার দিন রাতে এক ফোঁটা ঘুম নাই তাহার মাঝে মাঝে দুই-একটা ভুল হইবে ইহাই স্বাভাবিক। তাহার এ ধরনের বেখেয়াল আচরণ সবার ধাতস্থ হইয়া গিয়াছে।

তবুও যখন হারান মাস্টার শকুন্তলার রূপ বর্ণনা করিতে থাকে সমস্ত ক্লাস নিঃশব্দে তাহার কথাগুলি গিলিতে থাকে। নারী দেহের এমন সুন্দর বর্ণনা কেহ কখনও শোনে নাই। কেহ কেহ বলিত, কালিদাসের কাব্য এমন করিয়া আর কেহ পড়াইতে পারে না। বিশেষ করিয়া শকুন্তলার রূপের নিখুঁত বর্ণনা। কবি কালিদাস যেন হারান মাস্টারের কথা ভাবিয়াই তাঁহার অমর মহাকাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন।

জীবনে অনেক দুঃখ-কষ্ট, বাধা-বিপত্তির মধ্যে দিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়াছে হারান চন্দ্র মুখার্জী। পাঠশালার পন্ডিতের ছেলে হারান চন্দ্র যখন বিএ পাশ করিল তখন গাঁয়ের সবাই বলিল, 'পন্ডিত মশায়ের খাসা কপাল, না হলে গেঁয়ো পন্ডিতের ছেলে বিএ পাশ করে কখনও।' বিএ পাশ করিয়া হারান চন্দ্র মাস্টারী শুরু করিল, তারপর স্কুলের মাস্টারী করিতে করিতে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে এমএ পাশ করিল। তারপর স্থানীয় মিশনারি কলেজের বাংলা বিভাগের জুনিয়র অধ্যাপক। কিন্তু তাহার মাস্টার খেতাবটি ঘুচিল না। হারানের তাহাতে আক্ষেপ নাই। আসলে সে জানিত সবাই তাহাকে এক রকম আদর করিয়াই হারান মাস্টার বলিয়া

ডাকে। ছাত্রছাত্রীরা তাহাকে মাস্টার মশাই বলিয়াই সম্বোধন করিত। হারান কখনও আপত্তি করে নাই। প্রিন্সিপ্যাল বেইলি সাহেব দেখা হইলেই বলিতেন, 'হাউ আর ইউ টু ডে?' 'ভেরি ওয়েল' হারান, হৃস্য জবাব দিত। সাহেব মুচকি হাসিতেন। তারপর যে যার পথে চলিয়া যাইত।

মানুষ জীবনে সব কিছু পায় না। যাহার অর্থ আছে তাহার স্বাস্থ্য নাই, যাহার স্বাস্থ্য আছে হয়তো বা তাহার অর্থ নাই। যাহার রূপ আছে তাহার গুণ নাই, আবার যাহার গুণ আছে হয়তো বা তাহার রূপের বড়ই অভাব। কোনো না কোনো দিক দিয়া মানুষকে সৃষ্টিকর্তা খাটো করিয়া রাখেন। কেন এমন হয় তাহা কেহই ব্যাখ্যা করিতে পারে না। ঠিক তেমনি হারান মাস্টারের জীবন হইতে কী এক অজ্ঞাত কারণে ঘুম নির্বাসিত হইয়াছে চিরদিনের জন্য। পৃথিবীর আর সবাই যখন নিদ্রায় মগ্ন, হারান মাস্টার তখন বিছানায় শুইয়া এপাশ-ওপাশ করিতেছে, ছটফট করিতেছে, কিংবা কোনো পুস্তকের পাতা উল্টাইয়া চলিয়াছে।

ডাক্তার, কবিরাজ, হোমিওপ্যাথ, হেকিম সব ফেল। কাহারও দাওয়ায় ফল হয় নাই। শেল্ফের ওপর নানা সাইজের ওষুধের শিশি-বোতল জমা হইয়াছে। তাহারা সবাই একই মিশনে আসিয়াছিল- অর্থাৎ হারান চন্দ্রের চোখে হারানো নিদ্রা ফিরাইয়া আনিতে, কিন্তু সবাই ফেল মারিয়াছে। শহরের এমন কোনো ডাক্তার নাই যাহার বিধান হারান চন্দ্র মানিয়া চলে নাই। ডা. ইসলাম, ডা. সেন, ডা. চৌধুরী, সবাই একে একে ফেল মারিয়াছেন। পাড়ার হোমিও ডা. নন্দী মাঝে মাঝেই দুই-এক পুরিয়া ওষুধ পাঠাইতেন, কিন্তু ওসব ওষুধে ঝিমানি আসে, ঘুম আসে না। শেষে আসিল নিদ্রাকুসুম কেশ তৈল। মাথা ঠান্ডা হল, শর্দি লাগে, কিন্তু নিদ্রাদেবী তাহাতেও তুষ্ট হন না। হাল ছাড়িয়া দিয়াছে হারান মাস্টার, হাল ছাড়িয়া দিয়াছে ডাক্তার, কবিরাজ- মোট কথা, সবাই বুঝিয়া গিয়াছে আর যাহাই হউক, হারান মাস্টারের চোখে ঘুম আর ফিরিয়া আসিবে না। দিন, রাত্রি এক হইয়া গিয়াছে হারান মাস্টারের জীবনে। শুধু দিনে আলো আর রাতে আঁধার। রাতে আঁধার দিনে আলো। ইহা ছাড়া দিন-রাতে তফাৎ নাই তাহার কাছে।

সারা রাত বিছানায় ছটফট করিয়া ভোর পাঁচটার দিকে, যখন আর সবাই ঘুমের শেষ রেশটুকু টানিয়া চলিয়াছে, বিশেষ করিয়া শেফালী যখন ঘুমে অচৈতন্য, তখন গা টিপিয়া টিপিয়া ঘর ছাড়িয়া রাস্তায় বাহির হয় হারান চন্দ্র। মাসের ত্রিশ দিন, কী বৃষ্টি, কী ঝড়, হারান চন্দ্র গিয়া হাজির হয় যমুনার বাঁধের ওপর। রাস্তার কুকুরকুল তখন বাঁধের ওপর শুইয়া অঘোরে ঘুমায়। তারপর প্রচন্ড বেগে বাঁধের ওপর মাইলের পর মাইল হাঁটিতে থাকে হারান চন্দ্র, যেন এই পৃথিবীটা তাহারই পদাঘাতে চিরন্তর তাহার কক্ষপথে ঘুরিতেছে। সাতটার দিকে যখন সে বাসায় ফিরিয়া আসে, শেফালী তাহার জন্য ধুতি, গামছা রেডি করিয়া রাখে কলতলায়। স্নান সারিয়া ফেলে হারান চন্দ্র। তারপর শুরু হয় সারা দিনের রুটিন। কী শীত, কী গ্রীষ্ম, কী শরৎ কী বর্ষা- হারান মাস্টারের জীবনে ইহাদের কোনো প্রভাব নাই। প্রকৃতির নিয়মকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছে চিরতরে নিদ্রাহীন অভাগা হারান চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

এ সংসারে তাহারা দুইটি প্রাণী, হারান চন্দ্র আর তাহার দূর সম্পর্কের বিধবা বোন শেফালী। অল্প বয়সে শেফালী বিধবা হইয়া অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়া ঘাত-প্রতিঘাত, চড়াই-উতরাই অতিক্রম করিয়া শেষ পর্যন্ত আশ্রয় পাইয়াছে তাহার দূর সম্পর্কের দাদা হারান চন্দ্রের একক সংসারে। এ সংসারে সব দায়িত্ব তাহাকেই পালন করিতে হয়। রান্নাবান্না, হাটবাজার, কাপড় ধোয়া, ঘরবাড়ি পরিষ্কার, সবই শেফালী এক হাতে করে। আর অবসর সময়ে পড়িয়া পড়িয়া ঘুমায় কিংবা নাটক, নভেল পড়ে। দাদার চোখে যেমন ঘুমের রেশ নাই, শেফালীর চোখে তেমনি ঘুমের শেষ নাই। মাঝে মাঝে দুঃখ করিয়া বলিত, শেফালী, 'দাদা আমার চোখের ঘুম যদি ভগবান তোমার চোখে খানিকটা চালান করে দিতেন তাহলে আমি জোড়া পাঁঠা বলি দিতাম।' হারান মাস্টার এসব মেয়েলী কথায় কর্ণপাত করিত না।

দুপুরবেলা ছুটির দিন, বারান্দায় শুইয়া শেফালী বেঘোরে ঘুমাইতেছে। রান্নাঘরের বারান্দায় কুকুরটাও ঝিমাইতেছে, পাশের বাড়িতে গৃহিণী সজোরে তাহার ছয় মাসের নাতিকে ঘুম পাড়াইতেছে, 'ছেলে ঘুমালো পাড়া জুরালো...।' হারান মাস্টার বিরক্ত হইয়া উঠিল, এ কী অত্যাচার। তাহাকে বাদ দিয়া সবাই যেন ঘুমের রাতে আনন্দে বিচরণ করিতেছে। চিৎকার করিয়া ডাকিল, 'শেফালী, এই শেফালী এখনও ঘুমুচ্ছিস। শেফালী ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিল। সে একটু আশ্চর্য হইল, বুঝিল দাদার সহ্যের সীমা ছাড়াইয়া যাইতেছে। নিচু গলায় উত্তর দিল 'কী বলছো?' ততক্ষণে হারানের গলার স্বর কিছুটা নামিয়া গিয়াছে। সে বুঝিতে পারিল, কাজটা ঠিক হয় নাই। মিষ্টি করিয়া বলিল, 'একটু চা করে দেনা।' 'দিচ্ছি', বলিয়া শেফালী রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল। এমনি ছোটখাটো ঘটনার শেষ নাই। দিন দিন যেন এসব ঘটনার সংখ্যা বাড়িয়া চলিতেছে। শেফালী বুঝিতে পারে হারান দা'র কষ্ট কী নিদারুণ পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে। মাঝে মাঝে বলে 'দাদা, মাথায় একটু তেল দিয়া দেবো, হয়তো একটু আরাম পাবে, হয়ত একটু ঘুমও আসতে পারে।' হারান মাস্টার কথা বলে না, শেল্ফের দিকে তাকায়, সারি সারি ওষুধের শিশি-বোতল যেন তাহার দিকে তাকাইয়া বিদ্রূপ করিতেছে- কী আমরা সবাই ফেল মারলাম, আর ওই-একটুখানি মেয়ে মাথায় হাত বুলোলেই কাজ হবে, মোটেও না। হাতি ঘোড়া গেল তল...। হারান মাস্টার কথা বলে না। শেফালীও আর প্রসঙ্গ বাড়ায় না।

সেদিন রাতে বেশ গরম। বিছানায় শুইয়া ছটফট করিতেছে হারান মাস্টার। বারান্দায় শুইয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে শেফালী, কুকুরটা সারা সন্ধ্যা ভুগিয়া ভুগিয়া শেষে ক্লান্ত হইয়া রান্নাঘরের বারান্দার ওপর শুইয়া ঘুমাইতেছে। ঘরের ভিতরে গরমটা পড়িয়াছিল অত্যধিক। বিছানা ছাড়িয়া দরজা খুলিয়া বারান্দায় উপস্থিত হইল হারান মাস্টার। একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িল- তারপর আকাশের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিল নিদ্রাহীনতার মহানায়ক হারান চন্দ্র মুখার্জী- ওরফে হারান মাস্টার। চেয়ার টানার শব্দে শেফালীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। দেখিল তাহার হারান দা চেয়ারে বসিয়া আকাশের দিকে নয়ন মেলিয়া আছে। তাহার ভীষণ কষ্ট হইল। উঠিয়া বসিল শেফালী। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিল, তারপর মৃদু কণ্ঠে বলিল, 'বারান্দায় বিছানা করিয়া দিব? ঘরের ভেতর খুব বেশি গরম।' মাস্টার এবারেও কথা বলিল না। একদৃষ্টে আকাশের দিকে তাকাইয়া রহিল। একফালি চাঁদ খানিকটা আলো দিতেছিল, মেঘের ভিতরে তাহাও ঢাকা পড়িতেছে- অন্ধকার জগৎটাকে গ্রাস করিতে চলিয়াছে।

শেফালী এক পা দুই পা করিয়া হারানের পিছনে গিয়া দাঁড়াইল। তাহার হাতে ছোট্ট একটি শিশি। এক, দুই, তিন, কয়েক ফোঁটা তেল হারান মাস্টারের ঘন চুলের ওপর গড়াইয়া দিল। কেহ কোনো কথা বলিল না। হারান মাস্টার আপত্তি করিল না। আস্তে আস্তে কোমল আঙুল দিয়া হারানের মাথায় হাত বুলাইতে থাকিল শেফালী। তারপর একটু একটু করিয়া তাহার চঞ্চল আঙুলগুলি হারান মাস্টারের গ্রীবা স্পর্শ করিল। হারান মাস্টার চোখ বুজিয়া রহিল, কথা বলিল না। সে যেন বাকশূন্য হইয়া গিয়াছে। অদ্ভুত এক অনুভূতি ক্রমশ তাহার সমস্ত দেহে ছড়াইয়া পড়িয়া অক্টোপাশের মতো তাহাকে গ্রাস করিতেছে। কিছুতেই সে তাহা হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারিতেছে না। শেফালীর কোমল আঙুলগুলি ক্রমশ হারান মাস্টারের কপাল, গাল স্পর্শ করিতেছে, আদর করিতেছে। এক নবীন বাদক যেন একটি পুরাতন সেতারে ঝংকার তুলিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে। ধীরে ধীরে হারান যেন তাহার অতীতে ফেলিয়া আসা জীবনের খানিকটা স্বাদ ফিরিয়া পাইতে শুরু করিয়াছে। অবোধ বালকের মতো নিজেকে হারাইয়া ফেলিতেছে হারান মাস্টার- শেফালীর আদরের মাত্রা বাড়িয়া চলিতেছে, আর হারান মাস্টার ধীরে ধীরে তাহার জীবনের হারানো স্বাদ খুঁজিয়া পাইতেছে। নিঃশব্দ পৃথিবীটা তখন অন্ধকারে ডুবিয়া যাইতেছে আর সেই সঙ্গে এই দুইটি আদিম মানব সন্তান একে অপরকে আছন্ন করিয়া ফেলিতেছে।

কতদিন পর কে জানে, নিদ্রা ভঙ্গ হইল হারান চন্দ্র মুখার্জীর। বেলা হয়তো দশটা হইবে। চোখ মেলিয়া চাহিল- শেফালী শয্যার পার্শ্বে চুপ করিয়া দাঁড়িয়া আছে- তাহার নগ্ন গ্রীবার ওপর এক রাশ ভেজা চুল চক চক করিতেছে- দু'এক ফোঁটা পানি তখনও গড়াইয়া পড়িতেছে। হাতে এক কাপ চা।